আবেদন পদ্ধতি (সংক্ষিপ্তাকারে)

তথ্য অধিকার আইন যা গত ১২.১০.২০০৫ তারিখে সারা ভারতবর্ষে (জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া) বলবৎ হয়েছে, সেই অনুযায়ী যে কোনও ভারতীয় নাগরিক নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে জন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার সংবিধান স্বীকৃত অধিকারী।

প্রথম ধাপ

১) আপনি যে তথ্য জানতে চান তা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করুন। কেবলমাত্র তথ্যই চাইবেন, অনির্দিষ্ট তথ্য, অনথিভুক্ত মতামত, আইনী ব্যখ্যা ইত্যাদি জানতে চাইবেন না।

২) সুনির্দিষ্ট ভাবে তা সাদা কাগজে লিখে অথবা টাইপ করে ফেলুন।

৩) সরকারের অথবা সরকার পোষিত কোন্ দপ্তরের কাছে সেই তথ্য আছে তা নির্দিষ্ট করুন।

৪) ঐ দপ্তরের যিনি রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক অথবা রাজ্য সহ জন তথ্য আধিকারিক নির্ধারিত হয়েছেন তার কাছে তথ্য আইনের ৬(১) ধারা বলে আবেদন করুন।

৫) ঐ আবেদন পত্রের উপরে ১০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সেঁটে দিন অথবা সংশোধিত রুল অনুযায়ী ১০ টাকা মূল্যের ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার, নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার, ডিম্যান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স চেক ও দেওয়া যেতে পারে।

৬) আপনি যদি বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত নাগরিক হন তাহলে আবেদন মূল্য লাগবে না। তবে সে ক্ষেত্রে আবেদন পত্রের সঙ্গে বি.পি.এল. শংসা পত্রের নকল জুড়ে দেবেন।

- আবেদন পত্র গৃহীত হওয়ার সর্বোচ্চ ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক আপনাকে তথ্য সরবরাহ করবেন অথবা ঐ সময়সীমার মধ্যে এই ব্যাপারে আপনার আইন অনুযায়ী কি কি করণীয় তা অবহিত করবেন।

দ্বিতীয় ধাপ

নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ ৩০-৩৫ দিন সময়সীমার মধ্যে জন তথ্য আধিকারিক আপনার আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য না দিলে অথবা অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য দিলে অথবা তথ্য দিতে অস্বীকৃত হলে

১) আপনি ১৯(১) ধারা অনুযায়ী আবেদনের অথবা জন তথ্য আধিকারিকের উত্তরের ৩০ দিনের মধ্যে ঐ দপ্তরের অ্যাপিলেট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রথম অ্যাপিল করতে পারেন। এই অ্যাপিলের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র জুড়ে দেবেন।

২) আপনি ১৮ ধারা অনুযায়ী জন তথ্য আধিকারিকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্য তথ্য কমিশনে সরাসরি অভিযোগ করতে পারেন। অভিযোগ পত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের ৫ কপি জমা দেবেন।

- কোনও দপ্তরের নির্দিষ্ট তথ্য আধিকারিক নির্ধারিত না হলে আপনি তথ্য চেয়ে আবেদন পত্র অথবা অভিযোগ পত্র অথবা প্রথম অ্যাপিল রাজ্য তথ্য কমিশনে জমা দিতে পারেন।

তৃতীয় ধাপ

প্রথম অ্যাপিলেট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৩০-৪৫ দিন সময়সীমার মধ্যে আপনার প্রথম অ্যাপিলের সন্তোষজনক মীমাংসা না হলে অথবা উক্ত আধিকারিকের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেলে

১) আপনি প্রথম অ্যাপিল করার অথবা অ্যাপিলেট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ৯০ দিনের মধ্যে রাজ্য তথ্য কমিশনে তথ্য আইনের ১৯(৩) ধারা অনুযায়ী দ্বিতীয় অ্যাপিল করতে পারেন।

২) দ্বিতীয় অ্যাপিল করার যুক্তিসঙ্গত ও স্পষ্ট কারন উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজ পত্রের নকলের ৫ কপি ঐ অ্যাপিলের সহিত জুড়ে দেবেন।

- আপনার দ্বিতীয় অ্যাপিল গৃহীত হওয়ার পর কমিশন আইন নির্দেশিত পথে এর মীমাংসা করবে। তবে কমিশনের ক্ষেত্রে এই অ্যাপিল মীমাংসার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত।

- আবেদনের সঙ্গে নির্ধারিত মূল্যের অ্যাপ্লিকেশন ফি দেওয়ার পর ঐ একই ব্যাপারে অভিযোগ বা অ্যাপিলের ক্ষেত্রে আর কোন ফি দিতে হবে না।

বিঃ দ্রঃ - উপরোক্ত আবেদন পদ্ধতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও পঃ বঃ সরকার পোষিত বিভিন্ন দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- বিস্তারিত জানার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫ - এর বিভিন্ন ধারাগুলি দেখুন।

- বিভিন্ন দপ্তরের তথ্য আধিকারিকের নাম ও পদমর্যাদা জানতে রাজ্য তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট **www.wbic.gov.in** দেখুন।

উপরিউক্ত আবেদন পদ্ধতি রাজ্য তথ্য কমিশন কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।